সংবাদ

তারিখ .. 01 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ৬ ...

উঠে যাচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা উঠে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীর্তে উন্নীত হওয়ায় পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু হওয়ায় তা বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্তও মন্ত্রিসভা থেকেই নেয়া হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'আমরা চাই প্রাথমিক সমাপনী একটি হবে, আর তা অষ্টম শ্রেণীতে। অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সনদ পাবে।'

পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা চালুর পর থেকেই তা বাতিলের দাবি করে আসছেন শিক্ষাবিদরা। তাদের যুক্তি হচ্ছে- এই পরীক্ষার মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। অভিভাবকদের পক্ষ্য থেকেও এই পরীক্ষা বাতিলের দাবি করা হচ্ছে।

২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রচলন শুরু হয়। ২০১০ সালে শুরু হয় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। আর ২০০৯ সালে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবর্তন করা হয় জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা।'

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করে গত ১৮ মে তা প্রাথমিক পঞ্চম : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

পঞ্চম : শ্রেণীর
(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

গণশিক্ষামন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষার আওতা সম্প্রসারণের কথা তুলে ধরে বলেন, 'সবার বিবেচনায় এটা আসবে যে, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা একটাই থাকার কথা। আমরাও সেই বিবেচনা করব, প্রাথমিক সমাপনী একটাই হবে। তবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার (অষ্টম শ্রেণীর) নাম কী হবে, সেটা সরকারের বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয় মতামত পাঠাবে। পিএসসি বা অন্য নামে হতে পারে, এটা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি, শীঘ্রই এসব বিষয়ে মতামত মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে।'

মন্ত্রী জানান, পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা বিলুপ্ত করে প্রাথমিক সমাপনী অষ্টম শ্রেণীতে নেয়া হলেও তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা বোর্ডগুলোর মাধ্যমেই নেয়া হবে। সরকার অভিন্ন শিক্ষানীতির আলোকে সরকারই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন পর্ব শুরু হয়েছে।